জনপ্রশাসককে করতে হবে। তবে প্রতিকারের উদ্যোগ নিতে গেলে বিমানবন্দর গড়ে তোলা সম্ভব নাও হতে পারে। এই সমস্যা মোকাবিলা করা প্রয়োজন এবং তার জন্য জনপ্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নীতি তৈরি করতে হবে। সমস্যা হল সমাজের সকলের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য এনে নীতি তৈরি করা জনপ্রশাসনের পক্ষে কতখানি সহজ হবে তা বোধগম্য নয়।

(৭) নীতি নির্মাণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। হঠাৎ করে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান জনপ্রশাসনবিদকে করতে হবে। কিন্তু সমস্যাটি এমন প্রকৃতির যে মীমাংসার জন্য সঙ্গে সঙ্গে নীতি প্রণয়ন সম্ভব নয়। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে জনপ্রশাসন একটি অত্যন্ত জটিল বিষয় এবং নীতি নির্মাণের সঙ্গে কোনো একজন ব্যক্তি বা একটিমাত্র বিভাগ জড়িত থাকে না। সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন, কিন্তু এটি অত্যন্ত সহজলভ্য নয়।

নীতির রূপায়ণ
(Implementation of Policy)

নীতির নানা উৎস (Various Sources of Policy)

যে-কোনো সরকারি নীতির (public policy) উৎস একাধিক। কিন্তু উৎস যাই হোক না কেন তাকে রূপায়িত করাই হল আসল বিষয় কারণ কাগজেকলমে নীতির অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বহীনতা—এ দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যাই হোক, যে-কোনো নীতির উৎসগুলিকে নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে :

(১) সংবিধান/সরকার আইন ইত্যাদি এমনভাবে প্রণীত হয় যে সরকার আপনা থেকেই নীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হতে পারে। যেমন আইন যদি এমন হয় যে সরকার ১৪ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা দেবে তাহলে সেই মর্মে সরকার নীতি গ্রহণ করবে। এই নীতি গ্রহণ বা প্রণয়নের মধ্যে একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে যা উপেক্ষা করলে সংবিধান/আইন লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে।

(২) নির্বাচনের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে সরকার নীতি নির্মাণ করতে উদ্যোগী হয়। এই জাতীয় নীতি গ্রহণের পেছনে আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকলেও রাজনীতিক বাধ্যবাধকতা যে আছে তা অনস্বীকার্য।

(৩) জনমত, বিভিন্ন গোষ্ঠী, রাজনীতিক দল ইত্যাদি সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ওপর নীতি প্রণয়ন করতে, যাতে তাদের (জনগণের) কতকগুলি মৌলিক সমস্যার সমাধান হয়।

(৪) মতাদর্শের বাস্তবায়নের জন্য সরকার নীতি নির্মাণে তৎপর হয় যেমন কোনো সরকার যদি স্থির করে যে গরিব জনসাধারণকে বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ দেওয়া হবে তখন সেই মর্মে নীতি গ্রহণ করে।

(৫) জনপ্রশাসনের যে সমস্ত উচ্চপদস্থ আমলা প্রশাসন পরিচালনা করেন তাঁরা ভালো করে জানেন জনপ্রশাসন পরিচালনার জন্য কখন কী নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন সেই মতো কাজ করেন। এই জাতীয় নীতি প্রণয়নের পেছনে প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে সক্রিয় অবস্থায় থাকে।

(৬) বাইরের শক্তির চাপে পড়ে অনেক সময় কোনো সরকার অভ্যন্তরীণ নীতির পরিবর্তনের জন্য নতুন নীতি নির্মাণে উদ্যোগ নিয়ে থাকে। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের যুগে আজকাল এই প্রবণতাটি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ এখন কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতি অন্য কোনো দেশের প্রভাব থেকে আদপে মুক্ত নয়। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়।

(৭) বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন ও বিভাগগুলিকে সুপরিচালিত করার মানসে নতুন নীতি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করে এবং তখন নতুন নীতি আত্মপ্রকাশ করে।

নানা কৌশল

আমরা একটু আগেই বলেছি যে জনপ্রশাসন পরিচালনা করতে হলে সময়ের ও প্রয়োজনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো নীতির পরিবর্তন ও নতুন নীতির প্রণয়ন প্রয়োজন। কিন্তু আরও প্রয়োজন এই সমস্ত নীতিকে রূপায়িত (implement) করে তোলা এবং জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে এটি অনেক সময় জটিল পরিস্থিতিকে ডেকে

আনে। জনপ্রশাসনের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা কোনও একটিমাত্র নীতির ওপর নির্ভর করেন না। অর্থাৎ তাঁদের নিকট নীতির রূপায়ণ (implementation of policy) যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সমান গুরুত্বপূর্ণ হল কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করে নীতিকে বাস্তবে পরিণত করা হবে। বিভিন্ন কৌশল থাকলেও তাঁরা সবগুলির ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেন না। যেমন স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নীতি রূপায়ণের জন্য বলপ্রয়োগ নীতির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হলেও গণতন্ত্রে এর অগ্রাধিকার পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু তাই বলে গণতন্ত্রে পীড়নমূলক পদ্ধতির আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই এমন মন্তব্য আশা করি কোনো বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি করবেন না। নীতি রূপায়ণের রণকৌশল নির্ধারণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বিজ্ঞতা ও বাস্তবজ্ঞানের প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা গেছে যে কোনো একটি উপায় অনুসৃত হয় না, একাধিক উপায়ের সংমিশ্রণে প্রশাসকগণ নীতি রূপায়ণের কাজে অগ্রসর হন। বিভিন্ন জনপ্রশাসক নানা রণকৌশল (strategy) ও পদ্ধতির সুপারিশ করেছেন এবং এখানে আমরা কয়েকটির উল্লেখ করব : (১) সম্মতকরণ (persuasion), (২) অংশগ্রহণ (participation), (৩) হস্তক্ষেপ (intervention), (৪) অনুশাসন (edict)। পদ্ধতি বা কৌশলগুলি কীভাবে প্রয়োগ করা হবে তা জনপ্রশাসক স্থির করবেন। অনেক সময় রাজনীতিবিদগণ স্থির করে দেন নীতি রূপায়ণের কৌশল। তবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন জনপ্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা।

কৌশলগুলির রূপায়ণ (Implementation of Policies)

রূপায়ণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নিকোলাস হেনরি বলেছেন : Implementation is the execution and delivery of public policy by organisation or arrangements among organisations. It is perhaps the most hands-on-facet of public administration, but the subject of implementation is, surprisingly and justifiably, theoretical and often abstract. This is both an irony and a paradox in the study of the implementation of public policy. অর্থাৎ নীতি বা গণনীতি (public policy) বলতে বোঝায় যে, যে নীতিটি গৃহীত হয়েছে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করে সুফলগুলি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কারণ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হল জনগণের প্রয়োজন মেটানো। কিন্তু নীতির বাস্তব রূপায়ণকে কেন্দ্র করে আজ পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় নানা দেশে এমন সব সমস্যার আবির্ভাব ঘটেছে বা জটিলতা দেখা দিয়েছে যে গণনীতির রূপায়ণ হচ্ছে জনপ্রশাসনের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং তাকে কোনও ভাবে কেউ উপেক্ষা করতে পারেন না। সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনীতিবিদগণ যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন রাজনীতির প্রয়োজনে সরকার বাধ্য হয় সেগুলিকে নীতিতে পরিণত করতে। কিন্তু দেখা গেছে যে নীতির বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয় এবং অনেক সময় সরকার/জনপ্রশাসন রূপায়িত করতে গিয়ে মাঝপথে কাজ (রূপায়ণ) বন্ধ করে দেয়। সুতরাং যে-কোনো জনপ্রশাসককে অবশ্যই রূপায়ণের দিকটির ওপর সতর্ক নজর দিতেই হবে। রূপায়ণ কাজটির সঙ্গে একাধিক সংস্থা বা জনপ্রশাসনের একাধিক বিভাগ জড়িত থাকে। যদিও রূপায়ণ কথাটির সঙ্গে বাস্তবে কার্যকর করার ধারণাটি জড়িত তবুও এর মধ্যে তাত্ত্বিকতার অস্তিত্ব নিহিত বলে জনপ্রশাসনবিদগণ মনে করে থাকেন, কারণ রূপায়ণের সঙ্গে রণকৌশল বা স্ট্র্যাটেজি জড়িত থাকে।

(১) সম্মতকরণ

জনপ্রশাসনবিদগণ বলে থাকেন যে, নীতিকে বাস্তবে কার্যকর করে তোলার জন্য যতগুলি উপায় বা পদ্ধতি আছে তাদের মধ্যে সম্মতকরণ হল সর্বাপেক্ষা পরিচিত ও কার্যকর উপায়। মুখ্য প্রশাসক অথবা রূপায়ণের সঙ্গে সংযুক্ত সংস্থা বা ব্যক্তি জনগণের যুক্তিবাদিতা/যুক্তিসিদ্ধতার নিকট আবেদন জানিয়ে নীতি গ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করেন। নিকোলাস হেনরি মনে করেন : Persuasion is by far the most commonly used tactic. জনগণের যুক্তিবাদিতার নিকট আবেদন জানালে তারা সরকারি/বেসরকারি নীতির প্রতি আনুগত্য জানাতে আগ্রহ প্রকাশ করবে। তবে এক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তা হল জনগণের নিকট নীতিটির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই থাকবে। অর্থাৎ যে নীতিটি তাদের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে সেটি তাদের দাবিদাওয়া মেটাবে বা মেটাতে সাহায্য করবে। জনপ্রশাসনের শীর্ষস্তরে নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু অধস্তন স্তরগুলি নীতি রূপায়ণের কাজে জড়িত থাকে এবং সে কারণে সমস্ত বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধনের কথা বলা হয়। অর্থাৎ জনপ্রশাসনের সমস্ত বিভাগ সরকারি নীতিকে কার্যকর করে তোলার কাজে সাহায্য করবে। জনপ্রশাসনবিদগণ মনে করেন যে সমস্ত সংগঠনে নীতি রূপায়িত

করার জন্য একটি পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয় এবং শীর্ষনেতা থেকে আরম্ভ করে সবাই সেই পরিকাঠামোর অচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। বিভাগ ও উপরিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন তথ্যাদির সাবলীল গতিতে আদানপ্রদান। জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা না হলে নীতির রূপায়ণ বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং সে কারণে এ কাজের জন্য জনপ্রশাসকগণ প্রচারমাধ্যমগুলির সাহায্য নিয়ে থাকেন। বিশেষ করে আজকাল বৈদ্যুতিন মাধ্যমের (electronic media) প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকায় নীতিকে রূপায়িত করে তোলার জন্য এদের সাহায্য নেওয়া হয়। সহজ কথা হল যে-কোনো সংগঠন নীতি রূপায়ণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

(২) অনুশাসন

Edict-এর আভিধানিক অর্থ হল an official order or proclamation. সম্মতকরণ পদ্ধতির বিপরীতে অবস্থান করে অনুশাসন (edict)। সম্মতকরণ জনগণকে বুঝিয়ে সুজিয়ে এবং যুক্তিবাদিতার নিকট আবেদন জানিয়ে কর্তৃপক্ষ নীতির বাস্তবায়ন ঘটায়। অনুশাসন বা edict ঠিক উল্টো স্ট্র্যাটেজি। অনেক সময় জনপ্রশাসক সরাসরি নির্দেশ জারি করে বলে যে এটিই সরকারি নীতি এবং জনগণকে তা স্বীকার করে নিতে হবে। বেশিরভাগ নাগরিক আইন মেনে চলার কাজে সরকার/সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে চায় কারণ সরকারি নির্দেশ না মানলে তার কুফল অনেক এবং তা নীতি অমান্যকারীকে ভোগ করতে হবে। অনুশাসনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সরকার জনগণকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেয় যে এই নীতি বা সরকারের বিশেষ সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে। এটি সরকারি নির্দেশ। এর মধ্যে আবেদন নিবেদনের বিন্দুমাত্র কোনো স্থান নেই। তবে অনুশাসন জারি করার ক্ষেত্রে কতকগুলি পূর্বশর্ত থাকা প্রয়োজন। (১) নীতির সৃষ্টিকর্তা যারা তাদের অবশ্যই ক্ষমতা থাকবে নীতি ঘোষণা করার। (২) এই নীতি যারা লঙ্ঘন করবে কর্তৃপক্ষ তাদের শাস্তি দেবে বা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে এবং কর্তৃপক্ষের হাতেও সেই ক্ষমতা অবশ্যই থাকবে। (৩) নীতি প্রয়োগকারীগণের সঙ্গে নীতি যাদের ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে তাদের মধ্যে সম্পর্ক আদৌ ভালো নয় এবং এই পরিস্থিতিতে নীতি লঙ্ঘিত হতেই পারে এবং সেই পরিস্থিতির জন্য কর্তৃপক্ষ অবশ্যই প্রস্তুত থাকবে। (৪) এই প্রস্তুতি নানাপ্রকার হতে পারে যেমন নীতি মেনে চলার জন্য আরও কঠোর উপায় অবলম্বনপূর্বক জনগণকে বাধ্য করা এবং তাতেও কাজ না হলে বিকল্প পথের সন্ধান করা। এই সমস্ত জটিলতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য জনপ্রশাসকগণ সম্মতকরণ উপায় প্রয়োগ করেন এবং জনগণের বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিবাদিতার নিকট আবেদন জানান।

(৩) অংশগ্রহণ

অংশগ্রহণকে (participation) নীতি রূপায়ণের আরেকটি উপায় বলে জনপ্রশাসনবিদগণ মনে করেন। অংশগ্রহণ বলতে বোঝায় সংগঠন বা সরকারি যে-কোনো কাজে বা বিষয়ে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থেকে নিজের মতামত ব্যক্ত করা ও নীতি নির্মাণের প্রক্রিয়াকে সাহায্য করা। আমরা জানি প্রাচীন গ্রিক নগর-রাষ্ট্রগুলিতে নাগরিক রাষ্ট্রের কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেত। আজকাল রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা দুইই অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় এই কৌশল গুরুত্ব হারিয়েছে। জনপ্রশাসন অথবা সংগঠনের কাজে নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রধানত দু-প্রকার হতে পারে। অনেক সময় নিয়মরক্ষার জন্য জনপ্রশাসনের কাজে/সভায় উপস্থিত থাকা, কিন্তু কোনো আলোচনায় বা কাজকর্মে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা। এই জাতীয় অংশগ্রহণ কেবল নিয়মরক্ষার জন্য এই কারণে যে অংশগ্রহণকারী সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়া পছন্দ করে না। যদিও সক্রিয় অংশ নেওয়ার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই তবুও নাগরিক সক্রিয় হতে চায় না। অন্যপ্রকার অংশগ্রহণ হল নীতি কীভাবে রূপায়িত হবে সে বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করা, অন্যের পদ্ধতি/মতামতের সমালোচনা করা এবং নিজের মতের সপক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করা। এইভাবে অংশগ্রহণকারী সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করার সুযোগ গ্রহণ করে। একে বলে comprehensive participation বা ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং প্রথমটিকে token participation বলে। যে-কোনো জনপ্রশাসনে বা সংগঠনের পরিচালনায় দুরকম অংশগ্রহণের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। আমেরিকায় নীতি রূপায়ণের কাজে অংশগ্রহণের নানা দিক নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান হয়েছে এবং দেখা গেছে যে নীতি রূপায়ণ কাজে অংশগ্রহণের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। খুব কমসংখ্যক সংগঠনে ও জনপ্রশাসনে এর বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

(৪) হস্তক্ষেপ

সবচেয়ে কম ব্যবহৃত পদ্ধতি হল হস্তক্ষেপ (intervention), অভিধান মতে intervene-এর অর্থ হল : Come between so as to prevent or alter something. অর্থাৎ কোনো কিছুকে ঘটতে না দেওয়া অথবা ঘটতে যাচ্ছে এমন কোনও ঘটনা বা পরিস্থিতিকে আটকে দেওয়ার নাম হস্তক্ষেপ। জনপ্রশাসন/সংগঠন পরিচালনায় এটি ব্যবহৃত হলেও প্রয়োগ খুবই সীমিত। নিকোলাস হেনরি এ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেছেন : In this tactic, administrators are not merely issuing edicts to change something or wearing down the opponents of the change through unremitting talk, instead they are personally pushing the change through and altering the organisation in virtually any way they can do to accommodate the change they want. (p. 93)। হস্তক্ষেপের মধ্যে সংগঠনের অন্যান্য বিভাগ/ উপবিভাগ অথবা জনগণের নিকট আবেদন নিবেদনের কোনো স্থান নেই। প্রশাসক যদি মনে করেন যে সংগঠন অথবা প্রশাসনের প্রয়োজনে কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণ ও প্রয়োগ অবশ্যই প্রয়োজন তা হলে তিনি বিরোধিতা অথবা সমালোচনার কোনো তোয়াক্কা না করে নীতি প্রয়োগের কাজে এগিয়ে যাবেন। এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন : (ক) প্রশাসকের নিকট সমালোচনার চেয়ে সংগঠনের স্বার্থ/ উন্নতি অনেক বড়ো। (খ) প্রশাসক হয়তো জানেন যে গণতান্ত্রিক উপায় বা সম্মতকরণ পথে অগ্রসর হয়ে নীতি রূপায়ণ করতে গেলে শেষ পর্যন্ত তা নাও হতে পারে। অথচ নীতির রূপায়ণ বিশেষ দরকার, এই অবস্থায় অন্যের মতামতের ওপর কোনো গুরুত্ব না দিয়ে হস্তক্ষেপকে প্রকৃষ্ট উপায় বলে তিনি মনে করবেন। (গ) হস্তক্ষেপকে প্রশাসক শেষ অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হতে পারেন। কারণ অন্যান্য উপায়ের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি খুব বেশি পরিমাণে আশাবাদী নন। তবে এই পদ্ধতির চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে সকলে নিঃসন্দেহ নাও হতে পারেন।

নীতি রূপায়ণের অন্যান্য উপায় (Other Ways of Implementation)

নীতি রূপায়ণের নানা পদ্ধতি নিয়ে যে আলোচনা করা হল তার থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় জানতে পারি।

(১) জনপ্রশাসনবিদগণ (বিশেষ করে আমেরিকার অনেকে) মনে করেন যে সম্মতকরণ হল সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত কৌশল যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেখা যায়। কিন্তু এই কৌশলের সাফল্য সম্পর্কে অনেকে খুব বেশি পরিমাণে আশাবাদী নন। অর্থাৎ জনপ্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণ অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন যে নাগরিকের চেতনা এবং যুক্তিবোধের নিকট আবেদন জানিয়ে নীতির (policy) রূপায়ণ অনেক সময় সাফল্যের মুখ দেখতে পায় না।

(২) কোন্ পদ্ধতি তাহলে সর্বাধিক সাফল্যের নজির রেখেছে? নিকোলাস হেনরি আমেরিকার জনপ্রশাসনের নানাদিক খতিয়ে দেখার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে অনুশাসন (edict) সেদিক থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে যে এর সফলতার নজির অনেক বেশি। কারণ হল সরকারি নির্দেশকে সবাই মান্য করে চলতে চায়। অংশগ্রহণেরও সফলতা তেমন লক্ষণীয় নয়।

(ক) ওপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে অবশ্যই আসতে পারি না যে সম্মতকরণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। বরং আজকাল নানাবিধ উপায় অবলম্বনপূর্বক জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা চলে যে সরকারি নীতি লঙ্ঘন করলে তার ফল আদৌ কল্যাণজনক হতে পারে না এবং এ কাজে বৈদ্যুতিন (electronic) মাধ্যম ও মুদ্রণ (print) মাধ্যমকে অনেক বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। কার্যত এই দুটি অত্যন্ত প্রভাববিস্তারকারী মাধ্যম। আজকাল বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেই বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হল সরকার ও জনগণের মধ্যে একটি সম্প্রীতির বন্ধন ও অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা যাতে করে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্য না থাকে অথবা থাকলেও তা যেন জনগণের মনে সরকার সম্বন্ধে কোনো বিরূপ মনোভাব গড়ে না তোলে। বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও মুদ্রণ মাধ্যম ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহৃত হচ্ছে এই কারণে যে এগুলি শিক্ষার বাহন হিসেবে কাজ করে এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যম সহজেই জনমানসে ছাপ ফেলে।

(খ) নীতি রূপায়ণের জন্য আজকাল বিকেন্দ্রীকরণের ওপর অধিক পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কিছু কিছু নীতি সরকার প্রণয়ন করলেও তার রূপায়ণকে কেন্দ্রীয় স্তরে না রেখে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রগুলির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। একে একপ্রকার অংশগ্রহণ বলা যেতে পারে। জনগণকে বুঝতে দেওয়া যে নীতি যেই নির্মাণ করুক না কেন তার রূপায়ণের দায়িত্ব সমাজের সকল স্তরের

নাগরিককে গ্রহণ করতে হবে এবং এই নীতি অনুসৃত হওয়ায় নীতি রূপায়ণের কাজে জনগণ অধিকতর উৎসাহবোধ করে ও রূপায়ণ সহজতর হয়।

(গ) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, প্রেষপ্রভাবী গোষ্ঠী ও অন্যান্য এজেন্সিকে নীতি রূপায়ণ কাজের শামিল করার প্রবণতা আজকাল বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ এরা জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং তা স্মরণে রেখে অনেক সরকার নীতি প্রণয়নের আগে এদেরকে প্রণয়ন কাজের শামিল করে এবং একবার নীতি প্রণীত হয়ে গেলে এদেরকে বলা হয় তা রূপায়িত করতে। এই ব্যবস্থা উদারনীতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

(ঘ) নীতি কীভাবে রূপায়িত হবে তা কোনো একটি উপায়ের ওপর ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। কারণ নীতি নির্মাণ যেমন একটি অত্যন্ত জটিল ব্যাপার রূপায়ণও ততোধিক জটিল। তাই অনেকে বলেন কোন্ পথে গেলে নীতির সফল রূপায়ণ ঘটবে তা প্রশাসকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া ভালো। হেনরি বলেন : Effective administration requires more than administrators who are willing and able to take a hands-on approach; effective administration also requires that administrators be granted the authority to administer in ways that they think will be most effective. সহজ কথা হল প্রশাসকরা স্থির করুন কোন্ উপায় অবলম্বন করলে নীতি রূপায়ণ সফল ও সহজতর হবে। অর্থাৎ প্রশাসককে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান করা।

নীতি নির্মাণের উপাদান
(Elements of Implementation)

সমস্ত দেশের নীতি সমরূপ নয়

বিশ্বের নানা দেশের জনপ্রশাসনের পরিচালনার নিমিত্ত যে সমস্ত নীতি গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয় সেগুলি কিন্তু একই প্রকার নয়। অবশ্য জনপ্রশাসনের মূল নীতিগুলি সর্বত্র মোটামুটি এক প্রকার হলেও খুঁটিনাটি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের অন্যতম হেতু হল পরিবেশ। অর্থাৎ ভারতের সমাজব্যবস্থার বস্তুগত যে পরিবেশ তা আমেরিকা বা ব্রিটেনের সমাজব্যবস্থার বস্তুগত পরিবেশ থেকে আলাদা এবং এই পার্থক্য হেতু জনপ্রশাসনের জন্য গৃহীত নীতিও আলাদা হয়ে পড়ে। কেবল জনপ্রশাসনের নীতি নয়, অন্যান্য অনেক বিষয়ে পার্থক্য এসে যায়। সুতরাং জনপ্রশাসনবিদগণকে যখন কোনো নীতি নির্মাণ করতে হয় অথবা নির্মাণের জন্য উদ্যোগ নেন তখন তাঁদেরকে ভাবতে হবে নীতি কাদের জন্য প্রণয়ন করা হচ্ছে। কৃষিপ্রধান দেশের জনগণের জন্য যে সমস্ত নীতি প্রয়োজন শিল্পপ্রধান দেশের জন্য প্রয়োজন আলাদা নীতির। এছাড়া উত্তরণমুখী (transitional) সমাজব্যবস্থার জন্য পৃথক ধরনের নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই কারণে বলা হয় যে সমাজের বস্তুগত পরিস্থিতির কথা ভেবে জনপ্রশাসনের জন্য নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন। এই দিকটি নজরে না আনলে নীতির কার্যকারিতা অধরা থেকে যাবে। বস্তুগত পরিবেশের বিভিন্নতা হেতু জনগণের কাছ থেকে যে সমস্ত দাবি উত্থাপিত হয় তাদের মধ্যেও বিভিন্নতা আলাদা। সুতরাং জনপ্রশাসনকে সে দিকে নজর দিয়ে নীতি নির্মাণের কাজে হাত দিতে হয়। অনেক প্রশাসনবিদ এ দিকটি নিয়ে আজকাল অনেক চিন্তাভাবনা করছেন। আমরা আগে জনপ্রশাসনে রিগসীয় মডেল নিয়ে আলোচনা করেছি। রিগসীয় মডেলের গোড়ার কথা হল জনপ্রশাসন পরিচালনা, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নীতি প্রণয়ন করার সময় পরিবেশের ভাবনাটিকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে। এখন আমরা দেখব পরিবেশের কোন্ কোন্ উপাদান নীতি নির্মাণের ওপর প্রভাব ফেলে।

রাজনীতিক সংস্কৃতি[১] ও নীতি নির্মাণ
(Political Culture and Policy-making)

রাজনীতিক সংস্কৃতির সংজ্ঞা

রাজনীতিক সংস্কৃতি (political culture) হল : রাজনীতিক ব্যবস্থা ও তার সদস্যগণ সম্পর্কে ব্যক্তি যে বিশ্বাস, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমুখিতা বা দিকস্থিতি (orientation) পোষণ করে তাকে সাধারণত রাজনীতিক

১. রাজনীতিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য ছাত্রছাত্রীরা আমার লেখা **আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব** চতুর্থ সংস্করণ (২০০৫) নবম অধ্যায় দেখতে পারে।